অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR)

রিপোর্টের সনঃ ২০১৮-২০১৯

কৃষি মন্ত্রণালয়

[বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

প্রথম অধ্যায়

কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর

ঢাকা ইন্স্যুরেন্স ভবন (২য়-৫ম তলা)

৭১,পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রণালয় একটি গুরুত্বপূর্ন মন্ত্রণালয়। দেশের উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় সার্বিক অবদান রেখে আসছে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে আওতাধীন ০৭ টি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ০৮ টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী অঞ্চলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, জনগনের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক নীতিমালা প্রনয়ণ, পরিকল্পনা প্রনয়ণ, কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে দেশের জনগনের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি। একদিকে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে অপরদিকে আশংকাজনকভাবে কমছে কৃষি জমির পরিমাণ। পরস্পর বিপরীত এ পরিস্থিতিতে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে সীমিত কৃষি জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এখন সময়ের দাবি। কৃষি বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ বিভিন্ন পাট ও ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করে দেশের কৃষির উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো, তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষির আধুনিকীকরণ, শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও বহুমূখীকরণের মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের যোগান নিশ্চিতকল্পে কৃষক, কৃষিকর্মী, সম্প্রসারণবিদ, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিরলস অবদান রেখে যাচ্ছেন। বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

পাটের অঞ্চল ভিত্তিক কৃষি গবেষণার জন্য মানিকগঞ্জে পাটের কেন্দ্রীয় কৃষি পরীক্ষণ স্টেশন এবং রংপুর, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ ও চান্দিনায় (কুমিল্লা) চারটি আঞ্চলিক পাট গবেষণা কেন্দ্র এবং তারাবো (নারায়নগঞ্জ), মনিরামপুর (যশোর) ও কলাপাড়ায় (পটুয়াখালী) তিনটি পাট গবেষণা উপকেন্দ্র এবং নসিপুরে (দিনাজপুর) একটি প্রজনন বীজ উৎপাদন খামার রয়েছে। পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের দেশী/ বিদেশী বীজ সংরক্ষণ ও উন্নত জাত উদ্ভাবনে গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য তৎকালীন ইন্টারন্যাশনাল জুট অর্গানাইজেশন (IJO) এর আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৮২ সালে বিজেআরআইতে একটি জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জিন ব্যাংকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পাট ও সমগোত্রীয় আঁশ ফসলের প্রায় ৬০০০ জিন সংরক্ষিত আছে। বিজেআরআই বর্তমানে তিনটি ধারায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

(১) পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন, এর উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা;

(২) পাট শিল্প গবেষণা তথা মূল্য সংযোজিত বহুমুখী নতুন নতুন পাট পণ্য উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা; এবং

(৩)পাটের টেক্সটাইল তথা পাট ও তুলা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আঁশের সংমিশ্রণে পাটজাত টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা।

জাতীয় সংসদ হতে বাজেট অনুমোদনের পর অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাজেট ছাড়করণের প্রেক্ষিতে কৃষি মন্ত্রণালয় তাঁর আওতাধীন ০৭ টি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ০৮টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাহিদার আলোকে বরাদ্দ পুন: বন্টন করে থাকে। বরাদ্দ প্রাপ্তির পর উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁদের অধীনস্থ মাঠ পর্যায়ের অফিস সমূহকে বরাদ্দ প্রদান করে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে মোট উন্নয়ন ও অনুন্নয়নসহ বাজেট ৯৬,০৯,৬৫,০০০/- (ছিয়ানব্বই কোটি নয় লক্ষ পঁয়ষট্রি হাজার) টাকা। উক্ত অর্থায়নের উৎস সম্পূর্ণ জিওবি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৮টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে মন্ত্রণালয় পদায়ন করে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠান তাদের স্ব-স্ব আইন ও বিধি অনুসারে পদায়ন/বদলী এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ অনুমোদন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণমূলক আদেশ প্রদান করে। বার্ষিক বাজেট অনুমোদন এবং মঞ্জুরী ও বরাদ্দ বিভাজন, মঞ্জুরীকৃত বরাদ্দের অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সরাসরি ছাড়করণ, বৃহৎ ক্রয় কার্যক্রম অনুমোদন, প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয়ের হিসাব সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি প্রতিষ্ঠানসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে থাকে।